২৩ এপ্রিল ২০১৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রানা প্লাজা ধ্বসের এক বছর ; *অধিকার* এর বিবৃতি

২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসের এক বছর পূর্ণ হচ্ছে । এই দিনে ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি নয়তলা ভবন ধসে পড়লে বহু মানুষ হতাহত হন। সেই সময় এই ভবনের ৫টি গার্মেন্টসে আনুমানিক পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় উদ্ধারকারীরা ১১৩৫ টি মৃতদেহ এবং ২৪৩৮ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে।

অধিকার এক বছর আগে ত্রুটিপূর্ণ এই ভবন ধ্বসে শত শত শ্রমিকের হতাহত হওয়ার ঘটনাটি বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছে। তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। ভবন মালিক এবং পোশাক শিল্প মালিকরা সরকারের সহযোগিতায় দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার গাফিলতি ও দুর্নীতির কারনে সঠিক মনিটরিং না হওয়ায় বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এর আগে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আশুলিয়ায় স্মার্ট গার্মেন্টস্ ও ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তাজরিন ফ্যাশনস্ নামে দুটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন। অতীতেও বিভিন্ন কারখানায় দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক হতাহত হয়েছেন এবং এই হতাহতের সঙ্গে জড়িতদের এখন পর্যন্ত কোন বিচার হয়নি। রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় ১২টি মামলা দায়ের হয়েছে যার মধ্যে ১১টি মামলা লেবার কোর্টে বিচারাধীন এবং ২টি মামলা সিআইডি'র কাছে প্রায় একবছর ধরে তদন্তনাধীন আছে। ভিক্টিম পরিবারগুলো মামলার এই দীর্ঘসূত্রিতার কারনে ন্যায় বিচার পাওয়ার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন। অতীতে ২০০৫ সালে ১২ এপ্রিল সাভারে স্পেকট্রাম সোয়েটার ফ্যাক্টরী ধসে ৬৪ জন নিহত হয়েছিলো যে মামলাটি ৯ বছর ধরে আদালতে বিচারাধীন আছে। সরকার শ্রমিকদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ এবং দমিয়ে রাখার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করেছে। বাস্তবে এই পুলিশ বাহিনী পোশাক মালিকদের পক্ষে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে অথচ শ্রমিকদের রক্ষার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন ঘটনায় আহত ও নিহতদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। *অধিকার* এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য এবং আহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করে নিহতদের পরিবার ও আহতদের যাঁরা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি তাঁদের তা দেবার ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ঘটনাসহ অতীতের সবগুলো গামেন্টস ফ্যাক্টরীর বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করা প্রয়োজন; নতুবা এই দায়মুক্তির চলমান পরিস্থিতি নতুন কোন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।